অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৬৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা।

১৭ নং গোযাবাগান ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে,

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল

মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য অনুসারে।

কবিতাবলী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি, বাণী-প্রেসে ও অন্য কতকগুলি প্রেসে মুদ্রিত হইয়া, প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য করিয়া কতকগুলি কপি আর্ট কাগজে ছাপান হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট রেশমি মলাটে বাঁধাই হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকেই একখানি ফটো দেওয়া হইয়াছে।

অশোকগুচ্ছ। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহাতে কতকগুলি নূতন কবিতা ও পরিশিষ্টে, কতকগুলি ইংরাজি কবিতাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য দুই টাকা ও এক টাকা। ইহা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

গোলাপগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে দুই টাকা ও এক টাকা।

পারিজাতগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুকবি চিত্তরঞ্জন দাসকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

শেফালিগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় নাটককার ও মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য। ইহা প্রথিতনামা ঋষিকল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় গল্পলেখক কবিবর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য অনুসারে।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা। ইহা পুণ্যশ্লোক যোগিকল্প অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা। ইহা রসময় কবিবর রসময় লাহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে।

হরিমঙ্গল। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহা মহাকবি অক্ষয়কুমার বড়ালকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

মালঞ্চ কাব্য, (দ্বিতীয় সংস্করণ), সুকবি চিত্তরঞ্জন দাস-প্রণীত ও দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

১৭, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ কলিকাতা — শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন

নিবেদন

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত গোবিন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়—মুক্তহস্তে নিজ নিজ লাই-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেস্‌গুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে, Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,-কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা "অপূর্ব্ব !" বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড়মানুষ।

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দু-আনি ছিল; অনুরোধ-সত্ত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক্,—Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ক্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

উৎসর্গ—

যিনি বঙ্গের রত্নাগারে কোহিনুর,

যাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ,

যাঁহার সরলতা ও বন্ধুপ্রীতি অতুলনীয়া,

যিনি শ্রীভগবানের পদকমলের জন্য ভ্রমরবৎ লালায়িত,

ভক্তি—রাসভূমির যিনি অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা,

সেই ভক্তবর বন্ধুবর

হীরেন্দ্র নাথ দত্তকে

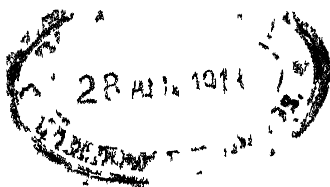
এই "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা"

প্রীতি-উপহার-স্বরূপ সাদরে অর্পিত হইল।

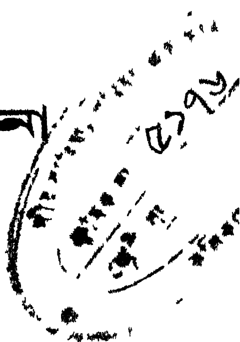
সূচী



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।



অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা



প্রার্থনা।

১

এস হে ব্রজবিহারি, এস হে গোবিন্দ
এস হে মধুসূদন! অমৃত-অঞ্জন
নয়নের! এস এস হে চির-আনন্দ!
ভকতজনের চিত্ত-নন্দন-কানন,
(হরি-চন্দনের যথা শত উপবন)—
তুমি সেই কুঞ্জবন-পুষ্প-মকরন্দ!
এস হে সুন্দর শ্যাম, পলাশ-লোচন,
এস এস বনমালী, এস হে মুকুন্দ!
হেসে হেসে, মদনমোহন-বেশ ধরি,
এস হে ব্রজেশ! তব অভিরাম ছবি
নিরখি, আমার চিত্ত-অরণ্য-অটবী
ভরি যাক্ পুষ্পে পুষ্পে; এস, এস, হরি!
এ হৃদয়-বৃন্দাবন, কুসুমে কুসুমে
যাক্ ভরি, হরি! তব পাদ-পদ্ম চুমে!

২

এস, এস, ব্রজেশ্বর! এই "ব্রজাঙ্গনা"
তোমার বিরহে করে ঘোর হাহাকার!
শুভ আশীর্ব্বাদ-দানে, করিয়ে সান্ত্বনা,
কহ তার কাণে কাণে শুভ সমাচার!
মুছাও মঙ্গল হস্তে অশ্রুধারা তার;
হোক্ সিদ্ধ, হে ব্রজেশ, তাহার সাধনা।
কর দেব, পূর্ণকাম তাহার অর্চ্চনা,
একান্তে, এস হে কান্ত দুঃখিনী রাধার!
দীনা হীনা কাঙালিনী আমার ভারতী;
দেহে তার বস্ত্র নাই, নিতান্ত নগনা!
কবে তুমি শুন নাই করুণ উকতি
শোকার্ত্তের? কর এরে শোভন-বসনা!
দ্রৌপদী কাঁদিল যবে, কোটীবস্ত্রে, হেসে,
ঢাকিলে সুতনু তার, চক্ষের নিমেষে!

৩

আমার মানসী সখী, এই "ব্রজাঙ্গনা"
তব দরশনে নাথ! হোক্ পুলকিত;
আবেশ-বিহ্বলা আর আনন্দ-মগনা,
মদির-লোচনা, অঙ্গে অঙ্গে মুখরিত
কাঞ্চন-কঙ্কণ আর রজত-রশনা!

কুসুম-কুন্তলা আর লোহিত-বসনা,
সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী বক্ষে বিজড়িত !
যেন কোন দেবকন্যা প্রফুল্ল-বদনা !
বসন্তের সমাগমে ধরণী যেমনি
হয়, নাথ, হাস্যময়ী, নবীন-যৌবনা !
কান্তের মিলনে যথা বঙ্গসীমন্তিনী
আশ্বিনে (পূজার দিনে) হয় গো তরুণা !
দোল-পূর্ণিমার দিনে ব্রজের নাগরী
হয় যথা লালে লাল, পরিয়া চুনরি !

৪

তোমার পদাঙ্ক-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
পাইল গোপিনী যথা, তোমারে, শ্রীহরি !
তেমতি পদাঙ্ক-চিহ্ন, হে মধুসূদন !
অনুসরি—হাব ভাব, লীলা, ক্রীড়া ধরি,
এই নব "ব্রজাঙ্গনা," হে ব্রজমোহন,
করিছে আহ্বান তোমা, হাহাকার করি !
দাও দেখা, দাও দেখা ; মুছাও নয়ন
দুঃখিনীর ! কোথা তুমি, হে দয়াল হরি !
মনচোর ! চোর নহে এ ব্রজকুমারী—
আমিও গো চোর নহি, ওহে লীলাময় !

না হারায় নামরূপ কোন্ নর নারী
প্রেমময়! তব প্রেমে হইয়ে তন্ময়?
তোমারি এ বিশ্বকাব্য, হে মধুসূদন;—
আমার কি সাধ্য করি নূতন সৃজন!

বাঁশরী।

১

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহ কাজ লো,
চলিনু সুন্দরি!—
হ্যাঁলা তুই হ'লি কালা? ওই শোন্ ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরী!
শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে!—
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম, যাই, যাই!—হে শ্যাম কিছু না চাই,
ও পদ-কমল চায় এ রাধা-ভ্রমরী!

২

হীরা, মতি, পান্না, চুণি, মুকুতা প্রবালে লো,
ওলো সহচরি,
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ!
লাজে যাই মরি!

হ'ব তায় মনচোরা ?—ভুলিলি স্বজনি তোরা,
তারা-রত্নে অমানিশা আধাদিগম্বরী !
হেরি সুধাংশুর হাস, পরে সে কৌমুদী-বাস—
শ্যাম মম পূর্ণচন্দ্র, এ রাধা শর্ব্বরী।

৩

কেন লো আনিলি ধাই' এ মধুমালতী লো,
প্রভাত-নলিনী ?
সাজাবি রাধার অঙ্গ ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ,
লো ব্রজ-গোপিনি !
হব তায় মনচোরা ? ভুলিলি স্বজনি তোরা,
হেমন্তে কুসুমরত্নে মলিনা অবনী !
পাইয়া গো ঋতুরাজে সাজে সে বাসন্তী সাজে—
শ্যাম মম ঋতুনাথ, এ রাধাধরণী !

৪

শ্যামের বিরহ-যাগে রূপের আহুতি লো
দিয়াছি অনলে !
পুড়িয়া হয়েছে খাক্ ! সাজসজ্জা তবে থাক্—
কাজ কি এ ছলে ?
নিকুঞ্জে বাজিছে বাঁশী, আবার সে দেব-হাসি
হেরিয়া, রূপসী হব, চললো সরলে !

তখন গাঁথিয়ে মালা, গলে দিস্ ব্রজ-বালা—
দিস্ ভরি রাধা-অঙ্গ মঙ্গলে মঙ্গলে।

৫

বাজিছে শ্যামের বাঁশী, আবার আবার লো!
চললো রূপসি!
তুলে রাখ্ ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ডালা,
রতন-আরসী!
বাঁশী কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয়া বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।
রাধিকার চিত্ত-সরে, কেঁপে উঠে থরে থরে,
শতপদ্ম, জলে দোলে শত পূর্ণশশী!

৬

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহ-কাজ লো—
চলিনু সুন্দরি!
হ্যাঁলা তুই হ'লি কালা? ওই! শোন্ ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরী।
শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে!
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম, যাই, যাই! হে শ্যাম, কিছু না চাই!
ও পদ-কমল চায়, এ রাধা ভ্রমরী।

সখী।

১

হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, গাও, গাও, সহচরি,
সে গান আবার !
ফুটুক্ লো বনফুল, জুটুক্ লো অলিকুল,
করুক্ আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার !
যাক্ সখি জুড়াইয়া চিরবিরহিণী-হিয়া—
ফুটুক্ অধরে হাসি দুঃখিনী রাধার !

২

"জনম জনম আমি তোমায় হেরিনু স্বামী,
"আঁখি না জুড়াল !
"লাখ লাখ যুগে যুগে বঁধু হে ধরিনু বুকে,
"আকুলি ব্যাকুলি মোর তবু না ফুরাল" !—
আহা কি মধুর গান ! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
বিষাদ প্রমাদ সখি, সকলি লুকাল !

৩

"জনম জনম আমি জান হে অন্তরযামী,
"করিলাম মান !

বলা বাহুল্য "—" চিহ্নিত অংশগুলি সখীর গান ও বাকী সমুদয় রাধিকার উক্তি ও মন্তব্য।

"তোমার দর্শন পাই, মান রোষ ভুলে যাই !
"হে শ্যাম, তোমার প্রেমে নাহি অকল্যাণ !"
আহা কি মধুর গান ! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
আর সখি কাঁদিব না, মুছিনু নয়ান !

৪

"জনম জনম আমি, তোমারেই পাই স্বামী,
"এই দাও বর !
"হে বঁধূ যে কাজ কর, তাই হয় মনোহর !
"হে বঁধু যে সাজ ধর, তাহাই সুন্দর !"
আহা কি মধুর গান ! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
রূপে গুণে নাহি শ্যাম তোমার দোসর !

৫

"জনম জনম আমি পেয়েছি হৃদয়-স্বামী
"কতই যাতনা !
"সুখ দাও, সেও ভাল, দুঃখ দাও, সেও ভাল,
"আমার স্বভাব শুধু ও পদকামনা !"
আহা কি মধুর গান ! জুড়াইয়া গেল কাণ—
গোপীর ধরম্ শুধু ও পদ-বাসনা !

৬

"জনম জনম আমি, চাই না হৃদয়-স্বামী,
কোনো পুরস্কার !

"চাই না রূপের কান্তি, সে শুধু আঁখির ক্লান্তি !
"তুমিই প্রাণের শান্তি ব্রজগোপিকার !"
আহা কি মধুর গান ! জুড়াইয়া গেল প্রাণ—
হে শ্যাম, তুমিই মম মঙ্গল-ভাণ্ডার !

৭

"জনম জনম আমি করি গো হৃদয়-স্বামী,
"এই সে বাসনা,—
"আমি থাকি ক্রোড়ে ধরি, তুমি যাও নিদ্রা হরি !—
"আমি হেরি ওই মুখ, হইয়ে মগনা !"
আহা কি মধুর গান ! জুড়াইয়া গেল প্রাণ—
আহা এত গান নয়, মধুর সান্ত্বনা !

৮

হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, গাও, গাও সহচরি,
এ গান আবার !
ফুটিল লো বনফুল, জুটিল লো অলিকুল,
করিল আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার !
গেল সখি জুড়াইয়া, চিরবিরহিণী-হিয়া—
ফুটিল অধরে হাসি দুঃখিনী-রাধার !

প্রতিধ্বনি।

১

শ্যামপ্রেমে উন্মাদিনী, আমি বিরহিণী,
ভ্রমি একাকিনী।
নগরের কোলাহলে, পরিহাস, রঙ্গচ্ছলে,
হায় আজি বিরাগিণী, আমি অনাথিনী।
তারা-শূন্য শশি-শূন্য যেন গো যামিনী!
যৌবনে যোগিনী যেন বিধবা ভামিনী!

২

আলুথালু কেশপাশ, কবরী এলায়ে,
যেন গো শর্ব্বরী!
আইলাম এ বিজনে, ভাবিলাম, সঙ্গোপনে
জপিব হরির নাম, সরম পাশরি—
"শ্রীহরি" বলিনু আমি বিষাদে গলিয়া—
কে তুমি সাধিলে বাদ, "শ্রীহরি" বলিয়া?

৩

না পাই দেখিতে তোমা— নারীকণ্ঠধ্বনি
বুঝিনু আভাষে!

বীণা জিনি কণ্ঠধ্বনি তোমার, ওলো রঙ্গিণি,
কোথা থাক বরাননি ? কোন্ সুখবাসে ?
হায় ধনি কণ্ঠে তব বিষাদের সুর !
তুমিও কি রাধা সম বিরহে আতুর ?

৪

শুনিয়াছি, হরিপ্রেমে হয়ে পাগলিনী,
রাজার নন্দিনী,
বিহ্বলা বিবশা সাজে, পূজে গো রাখালরাজে ;
হরিনাম মুখে তার কি দিবা যামিনী।
সুধাই লো, সুধামুখি, তুমি কি রুক্মিণী ?
তুমিও কি রাধাসম যৌবনে যোগিনী ?

৫

কি ফল গোপনি' দেহ ? বরাঙ্গ প্রকাশি,
আইস, রঙ্গিণি।
দুইজনে অবিবাদে, ডাকি তাঁরে মন-সাধে,
একান্তে, অবাধে হেথা আইস মোহিনি !
কি জপে কি তপে মোরা পেতে পারি তাঁরে,
পরামর্শ দেও তুমি দুঃখিনী রাধারে।

৬

ভেব না সপত্নীভাবে ভেটিবে তোমায়
ব্রজের গোপিনী।
শ্যামপ্রেম-ভিখারিণী, রাধা আজি তপস্বিনী,
তপোবনে ঘৃণা লেশ নাহি লো কামিনি!
এস বোন্ দুইজনে গলাগলি করি,
কাঁদি আর ডাকি উচ্চে "শ্রীহরি! শ্রীহরি!"

৭

একি ধনি? এত করি করিনু সাধনা,
কাকুতি মিনতি,
তবুও দিলে না দেখা! নাহি করুণার রেখা
তোমার পাষাণ-প্রাণে, ধিক্ লো যুবতি!
এ গিরি-কন্দরে বাস করে নির্ঝরিণী—
তোমা সম লো পাষাণি, নহে সে কামিনী।

৮

তার চারি ধারে ধনি, মরমরে পাতা,
ফুটে উঠে ফুল!
বসি অশোকের শাখে কোকিল ঝঙ্কারে ডাকে,
গুঞ্জরি গুঞ্জরি ভ্রমে ভ্রমর আকুল!
আমি এত বিষাদিনী, হেরি করুণারে,
শুভ্র হাসি দেখা দেয় অধর-দুয়ারে!

৯

হে রঙ্গিণি, এ বিজনে কেন তুমি বাস
করা অকারণে ?
যাও যাও, হাস্যমুখে, কর গিয়া সকৌতুকে
রঙ্গ কেলি, দম্পতির বাসর-ভবনে।
পায়ে পড়ি, ছাড়ি মোরে যাও এ বিরলে—
কেন দাও এ আহুতি বিরহ-অনলে ?

১০

কি ভুল !—চিনেছি তোমা শূন্য উপবনে
মুখরা সরসী !
যাহা শোন, দিবা-রাতি, বক্ষে তাহা লও পাতি !
কথার কহ্লার আর শব্দ-কুবলয়
ফুটে তব সলিলেতে, মরি কি বিস্ময় !

১১

কি ভুল !—চিনেছি তোমা—দিগঙ্গনা-গেহে
মুখরা আরসী !
তব পাশে কথাগুলি, মুখের ঘোমটা খুলি,
দেখে নিজ প্রতিবিম্ব; চপলা তরুণি,
নেচে উঠ চিরকাল পর কথা শুনি।

১২

শ্যামপ্রেম-উন্মাদিনী, আমি হেথা বিরহিণী,
ভ্রমি একাকিনী।
নগরের কোলাহলে, পরিহাস, রঙ্গচ্ছলে,
হায় আজ বিরাগিনী, আমি অনাথিনী।
তারা-শূন্য, শশি-শূন্য, যেন গো যামিনী—
তার সঙ্গে এই রঙ্গ? ছিঃ ছিঃ প্রতিধ্বনি!

শ্যাম যেন বলে হেন বধূ
নাহি গোকুলে।

১

সখি রে,
সাজাইয়া দেলো আজি বাসন্তিয়া বসনে!
কাণে কদম্বের দুল,
শিরে নাগেশ্বর ফুল,
অশোকে চম্পকে দেরে উজলিয়া বরণে!
মুখর কুসুমে দেরে নূপূরিয়া চরণে!

২

সখি রে,

ঝলকিয়া অলকেরে চামেলি ও বকুলে,
উজলিয়া দেলো মোরে মোহনিয়া দুকূলে !
গলে দে মালতীমালা,
সাজাইয়া দেলো বালা,
মনোহরা পারুলে ও মোতিয়ার মুকুলে !
শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে !

পৃথিবী।

১

হে ধরণি, তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
রূপবতী-মাঝে তবু রূপসী উজলা !
সম ইন্দ্রাণী-কমলা,
কুসুমদাম-কবরী, কুসুম-কুন্তলা,
নিতম্বিনী, জলধি-মেখলা,
রতন-শাটী-অম্বরা, প্রফুল্লিত-কলেবরা,
উল্লাসিনী, পতি-অঙ্কে যেন রে কামিনী !

২

না জানি সে প্রমোদ-ভবন
কেমন, যথায় তুমি সাজ বিলাসিনি!
কোন্ রতন-মুকুর
হাসে পাশে? কোন্ সখী চাঁচর চিকুর
বিনাইয়া দেয়, বিনোদিনি?
কোন্ শতদলদলে, কোন্ ফুল্ল নীলোৎপলে,
রাখি রাঙা পা দু'খানি, দেখ চন্দ্রানন?

৩

কোন্ বিম্বে অধর রঞ্জিত
কর ধনি? কোন নিশিগন্ধার নিঃশ্বাসে
শ্বাস কর সুরভিত?
কোন্ শেফালীর গন্ধে হয়ে প্রমোদিত,
উচ্ছ্বসিয়া উঠহ উল্লাসে?
কোন্ চম্পকের শাড়ী, পর তুমি বরনারি,
সারা বিশ্ব মোহে যেই মাধুরীবিলাসে?

৪

কৌটা খুলি, করিয়া যতন,
কে দেয় সীমন্তে তব অশোক-সিন্দূর ?
কোন্ দেব-নাট্যশালে
রঙ্গমঞ্চে, বিলাসিনি ! নাচ তালে তালে ?
অঙ্গভঙ্গী মরি কি মধুর !
কাহার বীণার সনে, কণ্ঠ সাধি সঙ্গোপনে,
কোকিল-ঝঙ্কার-শব্দে মাতাও ভুবন ?

৫

এমনি মোহিনী ধনী তুমি,
তোমার শ্যামলমূর্ত্তি হেরিলে স্বজনি,
চিররোগী ভোলে রোগ,
চিরদুঃখিনীর প্রাণে নাহি থাকে শোক,
তুমি দেবি করুণারূপিণী !
হেরি ও সুন্দর মুখ, চিরবন্দী ভোলে দুখ !
কি আনন্দ কবি-প্রাণে ঢাল তুমি ভূমি !

৬

তাই মা তোমার কাছে আসি,
হেরি রম্য উপবন, শ্যামল কানন,
ঝরণার ঝর্ ঝর,
পল্লবের মর্ মর্, সুখে থর্ থর্
তরুকোলে কুসুমের হাসি !
তব মুখ নিরখিয়া, শত বার জুড়াইয়া
গিয়াছে এ শ্রান্ত ক্লান্ত রাধার জীবন !

৭

বাণবিদ্ধ পক্ষিণীর প্রায়,
ধেয়ে আসি মাগো ওই শ্যামল কুলায়,
কাঁদিয়ে হয়েছি সারা !
তুমি মা আপন হস্তে, জননীর বাড়া,
বাণ টানি করেছ বাহির ?
রুধির মুছিয়া দিয়া, অঙ্গে হাত বুলাইয়া,
চন্দনপ্রলেপদানে করেছ সুস্থির !

৮

পুড়ে মরি, প্রাণ ঝালা-পালা,
সর্পের আঘাতে যেন মর্ম্মান্তিক জ্বালা !

কাঁদিয়ে হয়েছি সারা !
তুমি মা আপন ক্রোড়ে, জননীর বাড়া,
এ দুঃখীরে দিয়াছিলে স্থান !
অগ্নিকুণ্ড হ'তে ছুটি, তোমার উৎসঙ্গে উঠি
লভেছি বিরাম মা গো ; বাঁচায়েছি প্রাণ !

৯

মা গো আর ভাল নাহি লাগে
ক্ষণিক বিশ্রাম ;—দাও সুচির বিরাম !
দেবতার এই শিক্ষা দীক্ষা ?
প্রভু, এ কেমন লীলা ? এ অগ্নি-পরীক্ষা
কতবার করিবে শ্রীরাম ?
ক্ষমা কর, দয়াময়, এ প্রাণে আর না সয়,
ক্ষমা কর, এ দুঃখিনী এই ভিক্ষা মাগে !

১০

মা গো আর ভাল নাহি লাগে
এই ব্যবধান, এই পান্থের বিশ্রাম !
তব অঙ্কে তুলে লও—
দুঃখিনী কন্যার দুঃখ কেমনে মা সও ?
মার চিত্তে স্নেহ নাহি জাগে ?
সেই পাতালের পুরে, অতি দূরে, অতি দূরে,
লয়ে যা মা ; দে মা শ্যামা, অনন্ত বিরাম !

কৃষ্ণচূড়া।

১

শ্যাম মম যেই সাজ ধরে লো,
ঝরে তায় শোভা!
শ্যাম মম যেই ভূষা পরে লো,
তাই মনোলোভা!
আহা দেখাদেখি তাই, সে সাজে সাজে সবাই;
ধরণী সুন্দরী,
তাই কৃষ্ণচূড়া পরি, দোলাইল সুকবরী!
বহিল প্রভার কুঞ্জে শোভার লহরী!

২

দেখাদেখি বাঁধি চুল তাই এ অতুল ফুলে,
আনমনে গেলাম লো ধাই, সরসীর কূলে!
সরসীর পানে ধাই এ কি লো দেখিতে পাই,
নীরদ-বরণ?
কৃষ্ণচূড়া শিরে পরি, নিকুঞ্জবিহারী হরি
নাচিছেন জলকুঞ্জে চঞ্চল-চরণ!

৩

হইলাম পাগলিনী-পারা হেরি শ্যামধনে !
দর দর বহে সুখ-ধারা দুঃখিনী-নয়নে !
সরসীর ধারে গিয়া, দুই বাহু পসারিয়া,
কহিনু কাতরে—
"এস নাথ, এস এস, মোর পাশে এসে বোস,
তেমতি গো কও কথা, সোহাগে আদরে !"

৪

মোর কথা শুনি গুণমণি, সরসীর জলে,
চাহি চারু অপাঙ্গে স্বজনি, অতি কুতূহলে,
জুড়াতে রাধার ব্যথা কহিলা কতই কথা,
হাসিতে হাসিতে !
ধৈরয গেল হারাই ; রাধা আর রাধা নাই !
রঙ্গে দিনু ঝাঁপ জলে, ত্রিভঙ্গে ধরিতে !

৫

চন্দ্রাবলী ধরিয়া আমায় উঠাইল তীরে !
গালি আমি দিনু কত তায়,
ভাসি আঁখি-নীরে !
মিলন হইতেছিল, তাও প্রাণে না সহিল !
হায় লো স্বজনি,
সখী হয়ে তোরা সবে, বৈরিতা সাধিলি যবে,
বুঝিনু অনন্ত মোর বিরহ রজনী !

সখী।

১

কি বলিলি চন্দ্রাবলি! বল্‌ লো আবার
মধুর বচন—
"শ্যাম সম গুণনিধি গড়ে নি চতুর বিধি
অতুল সে বনফুল, অপূর্ব্ব রতন!"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ;
আহা ও বচন নয়, সুধা-বরিষণ!

২

কোন্‌ কোকিলার কুঞ্জে শিখিলি স্বজনি
এ মধু বচন?
"শ্যামের মধুর প্রেম রতনে জড়িত হেম,
অনিলে সলিলে শশিকিরণে মিলন!"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ;
আহা ও বচন নয়, কোকিল-কূজন!

৩

কোন্ দোলপূর্ণিমাময় নব বৃন্দাবনে
মধুর বচন
শিখিলি লো চন্দ্রাবলী ? "তথা গুঞ্জরয়ে অলি,
পুষ্প হাসে, পড়ে যথা হরির চরণ !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, নূপুর-শিঞ্জন !

৪

কোন্ চিরবসন্তের চির উষাধামে
শিখিলি বচন ?
"যে দেশে নাহিক হরি তথা ঘোর বিভাবরী !
উষা হাসে, রাজে যথা হরির বদন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বীণার বাদন !

৫

কোন্ পিক-কলকলে জলের উচ্ছলে,
শিখিলি বচন !
"তথা স্মুধু অশ্রুবারি, যথা নাই বংশীধারী !
চিরহাসি, হাসে যথা হরির লোচন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ফুলের ভূষণ !

৬

কোন্ ঝরণার কাছে শিখিলি স্বজনি
এ মধু বচন ?
"হয় যথা হরিনাম, তথা চিরলক্ষ্মীধাম—
কিসের বিষাদ তথা, কিসের রোদন ?"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, শিশির-পতন !

৭

কোন্ অনঙ্গের বধূ মন্ত্র দিল কাণে
মধুর বচন ?
"ভাসায়ে যৌবন-তরী, বল্ বল্ হরি হরি
অকূলে কাণ্ডারী হরি, বিপদভঞ্জন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, চন্দন-লেপন !

৮

হরিদ্বারে, কনখলে, কোন্ হৃষীকেশে,
শিখিলি বচন ?
"হরি-নাম-গঙ্গাজলে, ডুব দাও কুতূহলে,
কষিত কাঞ্চন আভা ধরিবে বরণ !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ভ্রমর-গুঞ্জন !

৯

কোন্ অলকার শৈলে শিখিলি সুভাষি,
মলয় স্বনন ?
"হরি ছাড়া মান মিছে, হরি ছাড়া দান মিছে,
হরি ছাড়া গান সে তো কেবলি ক্রন্দন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বঁধুর চুম্বন !

১০

কি বলিলি চন্দ্রাবলি ? বল্‌লো আবার
মধুর বচন !
"হরি ছাড়া ধ্যান মিছে, হরিছাড়া জ্ঞান মিছে,
হরি ছাড়া প্রাণ সে যে জীবনে মরণ !
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া দিলি কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ফুল-বরিষণ !

মলয় মারুত।

১

এমন মধুর শ্বাস, সুগন্ধ সুবাস,
কোথায় পাইলে ?
বল বল ছাড়ি ছল, কে দিল এ পরিমল ?
কোন্ ফুল-যুবতীরে মজায়ে আইলে ?
করি মিষ্ট আলাপন, পেলে এ সৌরভ ধন
কোন্ রসিকার কুঞ্জে ? কি গান গাইলে ?

২

গিয়াছিলে কোন্ ব্রজে মধুর-গতিতে
মলয়-পবন ?
মধুর সে নব-বধূ, পতি চায় মুখ-মধু—
মধুর সে আকিঞ্চন, মধুর বারণ !
হেরিলে কি রসরাজ বধূর মধুর লাজ ?
মধুর সে শিহরণ, মধুর কম্পন ?

৩

ভাসি গেল লাজ-বাঁধ, ভাতিল অধরে
সুখের স্বপন !
মৃদু মৃদু হাসে বধ, পতি পিয়ে মুখ-মধু ;
সে বধূর অলকান্তে ছিলে কি গোপন ?
যাপি রাতি সেই গেহে, মাখিলে কি সর্ব্বদেহে
প্রথম প্রেমের সেই অগুরু চন্দন ?

৪

এত যদি ভালবাস, কুসুম-বিলাসি,
সুরভি সুবাস,
যাও যথা শ্যামমণি, শত পারিজাত খনি,
চির লাবণ্যের উৎস, চির মধুমাস !
লুণ্ঠিও সে কলেবরে, বসিও সে ফুল্লাধরে,
মাখিও মাখিও অঙ্গে সে সুখ-উচ্ছ্বাস !

৫

আর না থাকিবে রুচি কুমুদ কমলে
মৃদু সমীরণ !
পাইবে চির-আনন্দ, ঘুচিবে প্রাণের ধন্দ,
আর না লাগিবে ভাল মালঞ্চে ভ্রমণ !
যুবতী-অধরে আর চাবে না বিলাস !
শ্যামের দেহ-সৌরভে মিটি যাবে আশ !

৬

শুনিয়াছি, অলকায় ফোটে হেন ফুল,
হে বায়ু মলয়,
রূপেতে ইন্দ্রাণী জিনি, অলকার সীমন্তিনী,
রচে তাহে কণ্ঠমালা কঙ্কণ বলয় !
রঙ্গে তাহে বিলাসিনী শ্বেত ক্ষৌমবাস ;
শত ধোতে নাহি যায় সে গোলাপী বাস !

৭

হে মলয়, আমি শ্যাম-সৌরভ-সায়রে
আকণ্ঠ ডুবিয়া,
শেফালী-সৌরভে স্নাত গোলাপী উষার মত
একেবারে চিরতরে গেছি সুরভিয়া !
প্রাণ মন কলেবরে রঞ্জিয়াছি থরে থরে—
অশ্রু পড়ে দিবানিশি ; তবু এ গৌরব
শত ধোতে নাহি যায় ! হায় কি সৌরভ !

বসন্তে।

১

অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরুবকে
এ কি লো বাহার!
আইলা কি বৃন্দাবনে, বন্ধু মদনের সনে,
বসন্ত আবার?
মাখি কুবলয়-গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ মন্দ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
হেরিব গোবিন্দে আজি, দু'নয়ন ভরি!

২

বসাইল অলিকুলে মোহন পারুলে সই
কে লো থরে থরে?
রসাইল পিককূলে, নাচাইল বুল্‌বুলে,
কোন্ যাদুকরে?
শ্যামার মধুর তান কাড়িয়া লইছে প্রাণ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে, চল্ সহচরি,
আনি চল্ রূপজল, ভরিয়া গাগরি!

৩

কি মধু মাখানো আছে, কি সুধা লুকানো ওই
কোকিল ঝঙ্কারে ?
নিশিগন্ধা নিশ্বাসিল, কে যেন গো আশ্বাসিল
দুঃখিনী রাধারে !
বনতুলসীর গন্ধ, ঘুচাইয়া দিল ধন্দ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
প্রেম-যমুনার জলে ভাসাইব তরী !

৪

আম্রমুকুলের গন্ধে আনন্দে নয়ন ঝরে !
এ কি রসাস্বাদ !
হাসি আসে এ অধরে, কত কথা মনে পড়ে,
কত জাগে সাধ !
তমালে কপোতবধূ পিয়াইছে মুখ-মধু
কপোতেরে !—কি আনন্দ ! চল সহচরি,
হেরিব সে মুখ চন্দ্র, জাগি বিভাবরী !

৫

হের আজি, বনস্থলী, নবতপস্বিনী-বেশা,
মোহিনী রঙ্গিণী !
চিকণ বাকল দিয়া, তনুখানি আবরিয়া,
পরিয়াছে ফুল-সজ্জা কানন-নন্দিনী !

খোঁপায় চাঁপার ফুল, কাণে কদম্বের দুল,
ফুল-সিঁতি, ফুলের মেখলা ! পুষ্প-ডালা
করে শোভে !—ফুলহাসি হাসে বন-বালা !

৬

এইবেলা চল কুঞ্জে ! গাঁথিয়াছ ফুলমালা ?
দিব তার গলে !
চিরবন্দী করি তারে, হৃদি-পুষ্প-কারাগারে
রাখিব সে চিত্তচোরে, বাঁধিব লো ছলে !
চিরতরে একেবারে বাঁধিয়া রাখিব তারে
রাধার এ বাহুযুগ-প্রেমের নিগড়ে !
হইবে উচিত শাস্তি, চল লো সত্বরে !

৭

ওই শোন !—“আয় রাধে, সোনার সোহাগহারে
বাঁধিব তুহারে !”
কে যেন বলিছে মোরে, “আয় রাধা ! বাঁধি
তোরে
পীরিতির ঝল্‌মল্‌ গজমতি-হারে !”
আহা কি মধুর স্বর ! জুড়াইল এ অন্তর !
চল্‌ ধনি, শ্যাম-মণি ডাকিছে আমারে ;—
বুঝিব স্বজনি আজি কে বাঁধে কাহারে !

৮

অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরবকে
এ কি লো বাহার!
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বন্ধু মদনের সনে
বসন্ত আবার!
কুহরিছে শত পিক, শিহরিছে দশ দিক!
চমকি উঠিছে প্রাণ;—চল লো আনন্দে,
এ বসন্তে কুঞ্জবনে পাইব গোবিন্দে!

